40

দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 DEC 1989

পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

ছাত্রাবাস থেকে পাইপগান উদ্ধার ঃ আটক ৯

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

তেজগাঁ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের শহীদ আজিজ ছাত্রাবাস ও জহিরুল রায়হান ছাত্রাবাসে মঙ্গলবার ভোরে গোয়েন্দা শাখার বিশেষ দল তল্লাশী অভিযান

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

গুলি উদ্ধার

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

খোলা গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়। ঘোড়াটি মাঠে বিচরণ করছিল। 'পীর' মতিউরের ছয়টি ঘোড়া ছিল। এর মধ্যে চারটি ঘোড়া সংঘর্ষের সময় মারা যায়। বাকী দুটির মধ্যে একটি ধরা পড়েছে।

কিশোরগঞ্জের এসপি আরও জানান যে, তিন বছর আগে ঢাকা থেকে 'পীর'কে শিমুলিয়ায় আনা হয়। এজন্য গ্রামের ভক্তদের ৭২-সদস্যের একটি কমিটি হয়েছিল। পুলিশ এই কমিটির তালিকাটিও উদ্ধার করেছে। তিনি জানান, শিমুলিয়া গ্রামে 'পীরের' ভক্তের সংখ্যা তিনশ। এই তিনশ ভক্তের তালিকাও পুলিশ সংগ্রহ করছে। উল্লেখ্য, 'পীর' মতিউরের গ্রামের বাড়ি শিমুলিয়ায়।

এসপি জানান, 'পীরের' শিমুলিয়া আস্তানায় সশস্ত্র ক্যাডারসহ বিভিন্ন ক্যাডারের ২৫০ জন সদস্য ছিল। আস্তানায় মেশিনগান, রাইফেলসহ বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় এই অস্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পুলিশ অস্ত্রগুলি উদ্ধার করতে পারেনি। পুলিশ উদ্ধার করেছে পিস্তল ও পাইপগান ধরনের অস্ত্র। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, ২৫০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৩০/৩৫ জনকে ধরা সম্ভব হয়েছে। বাকীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পালিয়েছে এবং বিভিন্ন এলাকায় আত্মগোপন করে রয়েছে। তাছাড়া অস্ত্রশস্ত্র পুকুর ডোবাতেও ফেলে যেতে পারে। পুলিশ এইসব অস্ত্র উদ্ধার এবং পীরের মুরীদদের ধরার জন্য অভিযান অব্যাহত রেখেছে বলেও তিনি জানান।

পুলিশ সুপার শিমুলিয়া গ্রামের বর্তমান অবস্থার উল্লেখ করে বলেন, পুরো পাকুন্দিয়া এলাকায় এখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। শিমুলিয়ার প্রায় সব লোকজন বাড়িঘরে ফিরে এসেছে। তিনি জানান যে, ঢাকার কয়েকটি পত্রিকা পাকুন্দিয়া ঘটনা সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করছে। শিমুলিয়া গ্রামে ১১১টি ঘর রয়েছে। বেশির ভাগ ঘরই ছনের। সংঘর্ষের সময় ৪০/৪৫টি ঘর পুড়েছে।

পুলিশ সুপার জানান, 'পীরের' বিশ্বস্ত ও সশস্ত্র যেসব লোক ধরা পড়েছে, তারা আহত হয়ে চিকিৎসাধীন। তারা সুস্থ হয়ে উঠলেই সঠিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে। ময়মনসিংহ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৪ জন আসামী এবং পুলিশ কনস্টেবল হযরত আলীর অবস্থা উন্নতির দিকে।

এদিকে পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 'পীর' মতিউর ও মোফাজ্জল হোসেনও সুস্থ্য হয়ে উঠছেন। কিশোরগঞ্জের এসপি জানান, ডাক্তার অনুমতি দিলে ৩/৪ দিনের মধ্যেই 'পীর'কে রিমান্ডে কিশোরগঞ্জে আনা হবে।